



108914 - যবে রোগীনি খ্রিষ্টিান নারী ডাক্তারবে সাথে কথা বলার সময় তার জন্য দোয়া করেনে

প্রশ্ন

আমি পুরুষ ডাক্তারবে কাছে যাওয়া পছন্দ করনি। মহিলা ডাক্তারবে কাছে যাওয়া পছন্দ করি। আমার চনো একমাত্র দক্ষ মহিলা ডাক্তার খ্রিষ্টিান। আমি তার আচরণে স্বস্তুি পাই। আমাদবে মাঝে কথাবার্তা হয়। আর আমি যখন কারো সাথে কথা বলি তখন আমার মুখে দোয়া চলে আসে। যমেন: ‘আমাদবে রব আপনাকে সম্মানতি করুন। আমাদবে রব আপনাকে মর্যাদা দান করুন। আমাদবে রব আপনাকে বরকত দনি।’ আমার এই দোয়া করা কিসঠকি; নাকিসঠকি নয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

যমিমী বা চুক্তবিদ্ধ কাফরবে জন্ম দোয়া দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: আখরিতবে সাথে সংশ্লিষ্ট দোয়া: যমেন— কাফরবে জন্ম জান্নাতে প্রবশেবে দোয়া করা কথিবা ক্শমা ও অনুগ্রহ পাওয়ার দোয়া করা কথিবা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার দোয়া করা অথবা আমাদবে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবে শাফয়াত লাভ করার দোয়া করা এবং এ জাতীয় অন্য কোন দোয়া। এ ধরনবে দোয়া করা জায়বে নহে। আল্লাহ তায়ালা এমন দোয়া করতে নষিধে করে বলছেনে: “নবী ও মুমনিদবে জন্ম শোভনীয নয় মুশরকিদবে জন্ম ক্শমা প্রার্থনা করা; যদিও তারা আত্মীয়-স্বজন হয় যখন এটা তাদবে কাছে সুস্পষ্ট যবে, তারা জাহান্নামবে অধবিসী।”[সূরা তাওবাহ, আয়াত: ১১৩]

সহীহ মুসলামিবে (৯৭৬) আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “আমি আমার রববে কাছে আমার মায়বে জন্ম ক্শমা প্রার্থনা করার অনুমতি চয়েছেলাম। তনি আমাকে অনুমতি দনেনি।”

নববী তাঁর ‘আল-মাজমূ’ বইয়ে (৫/১২০) বলনে: “কাফরবে জন্ম রহমত প্রার্থনা করা ও তার ক্শমার জন্ম দোয়া করা কুরআনবে দ্বযর্থহীন দললি ও ইজমার ভিত্তিতে হারাম।”[সমাপ্ত]

দ্বতীয় প্রকার: দুনিয়াবী বষিয়বে সাথে সংশ্লিষ্ট দোয়া। যমেন: অর্থ-সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি অথবা সুস্থতা কথিবা সৌভাগ্যবে জন্ম দোয়া করা। তার মধ্যে সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মহান দোয়া হলো তার হদোয়াতবে জন্ম দোয়া করা। এ ধরনবে দোয়া জায়বে এবং এতবে কোনো সমস্যা ও পাপ নহে। এটা বশে কিছু দকি থেকে:



১- এমন দোয়ার ব্যাপারে নষিধোজ্জ্ৰা বর্ণিত হয়নি। আর নষিধে পক্ষকে কোনো দলীল না আসা পর্যন্ত জায়যে-ই মূল অবস্থা।

২- সুন্নাহতে বর্ণিত আছে, কাফরে যদি স্পষ্ট শব্দে সালাম দেয়, তাহলে তার সালামের জবাব দেওয়া জায়যে। তার সালামের জবাব দেওয়া মূলত তার সুস্থতা ও নরিপত্তার জন্য দোয়া করা। অনুরূপভাবে সুন্নাহতে কাফরেরে রুকইয়া করাও জায়যে বলা হয়েছে। আর রুকইয়া হল সুস্থতার জন্য দোয়া করা। ইতঃপূর্বে (৬৭১৪)-নং প্রশ্নের উত্তরে সটোর বিবরণ গিয়েছে।

৩- এতে করে কাফরেরে মন জয় করার মত কল্যাণ অর্জিত হয়। শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহের মাঝে এটা হলো অন্যতম বিবেচ্য একটি মহৎ কল্যাণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অসুস্থ ইহুদি গোলামকে দেখতে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দলিলে সবে ইসলাম গ্রহণ করে।

৪- সালাফেরে কারো কারো থেকে এমন দোয়া বর্ণিত হয়েছে। যমেন: উকবা ইবনে আমরে আল-জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু এক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যার বেশেভূষা মুসলিমের মত। লোকটা তাকে সালাম দেয়। উকবা (রাঃ) সালামের উত্তর দিয়ে বলেন: “ওয়াল্লাইকা ওয়া-রাহমাতুল্লাহি ওয়া-বারাকাতুহু”। তখন উকবার গোলাম বলল: “সে খ্রিস্টান।” তখন উকবা উঠে গিয়ে তার পছি ননে এবং তাকে পাওয়ার পর বললেন: “আল্লাহর রহমত আর বরকত মুমনিদের উপর। তবে আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন এবং তোমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দনি।”[বুখারী তার ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ বইয়ে (১/৩৮০) হাদীসটি বর্ণনা করেন]

হাসান বসরী বলেন: “যমিমীকে মৃত্যু শোকেরে সান্ত্বনা দিতে চাইলে বলবে, তোমার শুধু কল্যাণই হোক।”

ইবনুল কাইয়মি তার ‘আহকামু আহলযি-যমিমাহ’ বইয়ে (১/৪৩৮) উক্ত বর্ণনা আনার পর অনুরূপ আরো কছি বর্ণনা উল্লেখ করেন।

৫- ফকীহরা (রাহমিহুমুল্লাহ) এ ধরনের দোয়া জায়যে বলছেন। এর পক্ষকে কছি বক্তব্য নমিনরূপ:

বুহুতী হাম্বলীর ‘কাশশাফুল ক্বনি’ (৩/১৩০) বইয়ে আছে:

“তাকে (কাফরকে) বলা যাবে: আহলান ওয়া সাহলান (শুভেচ্ছা স্বাগতম), আপনার সকালটা কমনে?’ অনুরূপভাবে বলা যাবে: ‘কমনে আছনে?’ মুসলিমেরে জন্য যমিমীকে ‘আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আপনাকে হদোয়াত দান করুন (অর্থাৎ ইসলামেরে মাধ্যমে) বলা বধে।’ ইব্রাহীম আল-হারবী ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসে করেন: ‘মুসলিমি কি যমিমীকে বলবে ‘আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন?’ ইমাম আহমদ বলেন: ‘হ্যাঁ; অর্থাৎ ইসলামেরে মাধ্যমে।’[সংক্ষেপে সমাপ্ত]

শাফয়ী মাযহাবেরে গ্রন্থ ‘নহিয়াতুল মুহতাজ’ টীকাতে (১/৫৩৩) এবং ‘তুহফাতুল মুহতাজ’ এর টীকায় (২/৮৮) এসছে:



“কাফরেরে শারীরিক সুস্থতা ও হদোয়াতেরে জন্য দোয়া করা জায়যে।”[সমাপ্ত]

মুনাওয়ী তার ‘ফাইযুল কাদীর’ বইয়ে (১/৩৪৫) বলেন:

“কাফরেরে জন্য হদোয়াত, সুস্থতা ও নিরাপত্তার দোয়া করা যাবে। তবে ক্షমাপ্রাপ্তির দোয়া করা যাবে না।”[সমাপ্ত]

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আপনি প্রশ্নে খ্রিষ্টান নারী ডাক্তারেরে জন্য দোয়া করার ভাষ্যগুলো উল্লেখ করছেন: :
“আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ আপনাকে মর্যাদা দান করুন।” এতে কোনো সমস্যা নহে। এতে আপনি এর দ্বারা উদ্দেশ্য করছেন যে, আল্লাহ তাকে ইসলামেরে মাধ্যমে অনুগ্রহ করুন ও মর্যাদা দান করুন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলি যে: একজন মুসলিমি কি খ্রিষ্টানকে বলতে পারবে:

“আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন?” তিনি উত্তর দনে: “হ্যাঁ। বলতে পারবে: আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন; অর্থাৎ ইসলামেরে মাধ্যমে।”

ইবনু মুফলহি-এর রচতি ‘আল-আদাব আশ-শরইয়্যাহ’ (১/৩৬৯)।

আল্লাহ সর্বজ্ঞ।